কালের কণ্ঠ

আপডেট : ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ ২৩:০৫

পোকায় খাচ্ছে দুষ্প্রাপ্য বই

গাইবান্ধা গণগ্রন্থাগারে অযত্ন-অবহেলায় পোকায় খাচ্ছে দুষ্প্রাপ্য বই। ছবি : কালের কণ্ঠ

গাইবান্ধা গণগ্রন্থাগারে দুই হাজারের মতো দুষ্প্রাপ্য বই রয়েছে। কিন্তু এসব বই এখন উই পোকার দখলে। পাঠকদের তেমন যাতায়াত না থাকায় নির্বিঘ্নে বই খাচ্ছে পোকারা। আর বইয়ের পাতা গুঁড়ো হয়ে পড়ছে গ্রন্থাগারের মেঝেতে।

গ্রন্থাগারের ভবনের অবস্থাও ভালো নয়। দেয়ালের পলেস্তারা খসে পড়ছে। আলমারির কাচ ভাঙা। মেঝে স্যাঁতসেঁতে। স্থানাভাবে মাটিতে রাখা হয়েছে অনেক বই।

গণগ্রন্থাগার

এর পরেও বিকেল হতে না হতে এখনো আগ্রহী পাঠক সংবাদপত্র, সাময়িকী কিংবা বই পড়তে গ্রন্থাগারে ছুটে আসে। বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে পড়াশোনার পাট। কিন্তু সামর্থ্যের অভাবেই তাদের সব চাওয়া পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষ করে পাঠ্যসূচিকেন্দ্রিক বই এখানে নেই বললেই চলে। তাই শিক্ষার্থীরা এখানে আসার চাইতে পাশের দিঘির তীরে বসে গল্প করতে বেশি ভালোবাসে।

গাইবান্ধা সরকারি কলেজের দর্শন বিভাগের ছাত্রী রোজিনা আকতার বললেন, ‘সবাই গল্প বা উপন্যাস পড়তে চায় না। তাই শিক্ষা কার্যক্রমভুক্ত বই থাকলে ও নোট গ্রহণের পরিবেশ তৈরি করা গেলে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি বাড়ত। আর পাবলিক লাইব্রেরিতে অনলাইনভিত্তিক পাঠেরও সুযোগ সৃষ্টি করা উচিত।’

প্রতিষ্ঠানের সদস্য ওয়াজিউর রহমান রাফেল বলেন, ‘সবার আগে ভবনটি সংস্কার করা প্রয়োজন। আর পুরনো দুষ্প্রাপ্য বইগুলো রক্ষা করার পাশাপাশি নতুন বইয়ের সংখ্যাও বাড়াতে হবে। এ জন্য সরকারি সাহায্যের প্রয়োজন। যেহেতু জেলা প্রশাসক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, তাই প্রশাসনিক উদ্যোগ এ ক্ষেত্রে কার্যকর হবে।’

গণগ্রন্থগার (লাইব্রেরি) সূত্র জানায়, জেলা শহরের একেবারে কেন্দ্রে দৃষ্টিনন্দন পৌর পার্ক ও দিঘির গা ঘেঁষে প্রতিষ্ঠানটির অবস্থান। ১৯০৭ সালে তৎকালীন মহুকুমা শহরের কিছু জ্ঞানপিপাসু মানুষের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে গাইবান্ধা পাবলিক লাইব্রেরি অ্যান্ড ক্লাব। পৌর পার্ক ও পাবলিক লাইব্রেরির জন্য জমি দান করেন রংপুরের তাজহাটের জমিদার গোবিন্দলাল রায়। বই পড়ার পাশাপাশি বিনোদনের জন্য ক্লাবও যুক্ত করা হয়। তখনকার টিনশেডের ভবনটি এখনো আকার-আকৃতিতে একই রকম রাখা হয়েছে। কিছুদিন আগ পর্যন্ত লাইব্রেরির হলরুমটিই ছিল সাংস্কৃতিককর্মীদের নাটক বা সাংস্কৃতিক আয়োজনের একমাত্র মাধ্যম। এখনো বিকেল থেকে রাত অবধি শহরের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ গ্রন্থগারসংলগ্ন স্থানেই আড্ডা ও আলাপচারিতায় মেতে ওঠে।

কর্মকর্তারা জানান, এ লাইব্রেরির ১৭টি আলমারিতে ১০ হাজার বই রয়েছে। এখানে এমন কিছু বই রয়েছে যেগুলো অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া নতুন লেখকদের বইও এখানে আনা হয়। প্রতিষ্ঠানের সদস্য সংখ্যা ৪৮৩ জন।

পাবলিক লাইব্রেরির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল হক জনি বলেন, আলমারির জীর্ণদশার কারণে ইঁদুরের উৎপাতে পুরনো বইগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর আলমারি পরিষ্কার করতে গিয়ে কিছুদিন আগে অন্তত এক মণ বইয়ের পাতার গুঁড়ো পেয়েছেন। তিনি বলেন, ‘সম্প্রতি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় একটি সংস্কার প্রকল্প দিলেও অজ্ঞাত কারণে তা আলোর মুখ দেখেনি। এ ছাড়া সরকারি অর্থ সহায়তাও মিলছে না। আয়ের উৎস লাইব্রেরির হলরুম ভাড়া ও সদস্যদের চাঁদা। এ টাকা দিয়ে লাইব্রেরিয়ান-কর্মচারীদের বেতন ও অন্যান্য খরচ চালানোই মুশকিল।’

গাইবান্ধা পাবলিক লাইব্রেরির সহসভাপতি ও পৌর মেয়র শাহ মাসুদ জাহাঙ্গীর কবীর মিলন বলেন, ‘গাইবান্ধা পাবলিক লাইব্রেরিকে সময়ের উপযোগী ও আধুনিকায়নের জন্য সব ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।’

Print

সম্পাদক : ইমদাদুল হক মিলন,
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা কামাল,
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ থেকে মুদ্রিত।
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯। পিএবিএক্স : ০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ্যাক্স : ৮৪০২৩৬৮-৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮১৫৮৮৬২, ৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com